বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.২০৩.১৬.০০০১.২৩.২০৪

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / ২৬ নভেম্বর ২০২৬

বিষয়: **জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তফসিলভুক্ত সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি/তথ্যাদি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে যথাসময়ে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.০০০.৫২০.৯৯.০০০১.২৫.৩৮/১(২৫); তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৬।
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.০০০.৫২২.২৭.০০০৬.২১.১৫৪; তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৬।
(৩) বাপাউবো'র স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০০.৬৭৬.০৪.০০৫৫.২০.৫৭০; তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এর সভাপতিত্বে মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত সুপারিশমালা পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১ম সভা বিগত ০৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীর ১৪.১ নং সিদ্ধান্ত এবং সূত্রস্থ ২নং স্মারকে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তফসিলভুক্ত সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের জন্য বাপাউবো'র পক্ষে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে মনোনীত করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হলো:

(১) সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।
(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারিত হলে, সম্ভব হলে পূর্বেই ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।
(৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্পন্ন হওয়ার পরপরই ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অবহিত করতে হবে।
(৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো বিশেষ সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা বা অতিরিক্ত সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা-কে অবহিত করতে হবে।
(৫) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী ই-মেইল ঠিকানায় (landrev@yahoo.com) প্রেরণ করতে হবে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

তারিখ	স্থান	উদ্দেশ্য ও অভিযানের বিবরণ (উদ্ধারকৃত জমি, জব্দকৃত মালামাল, আনুমানিক মূল্য, নিলামকৃত মালামাল, জরিমানা ইত্যাদি)	ভবিষ্যৎ করণীয়/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	স্থিরচিত্র	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

২৬-১১-২০২৬
এ, এস, এম, তৌহীদ আলীম
পরিচালক (প্রশাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ০২২২২২৩০০৫৬
ইমেইল : dir.land@bwdb.gov.bd

নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), বাপাউবো।

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.২০৩.১৬.০০০১.২৩.২০৪/১ (৭)

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / ২৬ নভেম্বর ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল), বাপাউবো।
২। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), বাপাউবো।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৫। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
৬। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
৭। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

২৬-১১-২০২৬
মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা অধিকতর বৃদ্ধিকল্পে প্রণীত সুপারিশমালা পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন বিষয়ক ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব তারেক রহমান এম.পি
প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখ : ৪ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার;
সময় : দুপুর ২.০০ টা;
স্থান : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৪০০);
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো: ইসমাইল জবিউল্লাহ, উপদেষ্টা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলেন যে, দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোবাইল কোর্ট ইতোমধ্যে একটি অপরিহার্য আইনী ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা অধিকতর বৃদ্ধিকল্পে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নম্বর ০৪.০০.০০০০.০০০.৬১১.০৬.০০০৩.২৬.১৫০ এর মাধ্যমে তাঁকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কার্যপরিধি হচ্ছে: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার আওতায় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত আইনগত, নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা উত্তরণে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ প্রণয়ন এবং মোবাইল কোর্টের সহায়ক পরিচালনা ব্যবস্থা, উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রণয়ন। কমিটি বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়ে কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়াদি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। কমিটির কাজে সহায়তার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখার যুগ্মসচিব-কে আহবায়ক করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটিও স্বতন্ত্রভাবে একাধিক সভা অনুষ্ঠান করে এবং খসড়া সুপারিশমালা প্রস্তুতসহ কমিটির কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে। কমিটি ১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে মোট ২৪ (চব্বিশ) টি সুপারিশ রয়েছে। প্রতিবেদনে কার্যপরিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা, সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা, সুপারিশ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল উল্লেখ করা হয়েছে।

অত:পর তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখার যুগ্মসচিব জনাব তানভীর আহমেদকে বিস্তারিত উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানান। কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:-

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	**মোবাইল কোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ক্রয়:** মোবাইল কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র কোনো যানবাহন নেই। সংশ্লিষ্ট অফিসের নিয়মিত যানবাহন দিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে করে অভিযান পরিচালনায় প্রায়শ ব্যাঘাত ঘটে। কমিটি মোবাইল কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সহায়ক কর্মচারী ও সংগীয় ফোর্স বহনের উপযোগী নিয়মিত (dedicated) যানবাহন ক্রয়ের সুপারিশ করে। পার্বত্য/দুর্গম এলাকার জন্য ফোর-হুইল ড্রাইভ এবং জলবেষ্টিত এলাকার জন্য নৌযান ক্রয়ের সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত	১.১। 'এ' ক্যাটাগরির প্রতিটি জেলার জন্য ২টি এবং অন্যান্য জেলা ও ক্ষেত্রমত দপ্তর-সংস্থার জন্য ১টি করে মোবাইল কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সহায়ক কর্মচারী ও ফোর্স বহনের উপযোগী ডাবল-কেবিন পিক-আপ/উপযুক্ত যানবাহন অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জলবেষ্টিত এলাকার জন্য প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে উপযুক্ত নৌযান ক্রয় করতে হবে। ১.২। সমাপ্ত প্রকল্পের ফেরত প্রদানকৃত যানবাহনসমূহ থেকে উপযুক্ত যানবাহন পাওয়া গেলে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন মোবাইল কোর্টে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।	সেগুলো এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষান্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
২	**টেস্টিং কিট সরবরাহ ও ভ্রাম্যমাণ ল্যাব নির্মাণ:** মোবাইল কোর্টে ভেজাল, নকল, আইন নিষিদ্ধ বস্তু ও পণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ে প্রায়ই কারিগরি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু টেস্টিং কিটের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও ল্যাব সুবিধা না থাকায় অনেক সময় সকল আইনে চাহিদামাফিক মোবাইল কোর্ট করা যায় না। কমিটি মাঠপর্যায়ে টেস্টিং কিট সরবরাহ ও কারিগরি পরীক্ষার সুবিধাসম্পন্ন ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি নির্মাণ করে আন্তঃসংস্থা ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের সুপারিশ করেছে। প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলেন যে, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ভ্রাম্যমাণ ল্যাব নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতদসংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব ল্যাবসমূহ আন্তঃসংস্থা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	২.১। সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থাসমূহ মোবাইল কোর্টের তফসিলভুক্ত আইনের আলোকে কি ধরণের টেস্টিং কিট প্রয়োজন হয়, তার তালিকা প্রস্তুত করে ক্রয় এবং মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২.২। প্রতিটি বিভাগে একটি করে কারিগরি পরীক্ষার সুবিধাসম্পন্ন ভ্রাম্যমান ল্যাব এবং সরকারি মালিকানাধীন ভূমি/ভবন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে এবং এক সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ল্যাব অন্য দপ্তর-সংস্থা যাতে প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর-সংস্থা পারস্পরিক সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিষয়টি সার্বিক সমন্বয় করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর-সংস্থা
৩	**নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সামগ্রীর সরবরাহ:** মাদক-জুয়া, অবৈধ বালু উত্তোলন, পাহাড় কর্তন, অবৈধ ইটভাটা, সিন্ডিকেট ও সংঘবদ্ধ অপরাধবিরোধী ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানসমূহে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতি থাকায় বা ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে ইতোপূর্বে মোবাইল কোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শারীরিক ক্ষতি ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। কমিটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট, সহায়ক ফোর্স ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের সুপারিশ করেছে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সুপারিশের বিষয়ে সহমত পোষণ করেন।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থাসমূহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট, সহায়ক ফোর্স ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী, যেমন: বডি-ওর্ন ক্যামেরা, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট বা জ্যাকেট, চেস্ট গার্ড, হেলমেট, লাইফ জ্যাকেট, রেইন কোট, হ্যান্ড মাইক, প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থা; জেলা প্রশাসক (সকল)
৪	**ভিডিও ধারণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন এবং জব্দকৃত আলামত সংরক্ষণ:** মোবাইল কোর্টে সাজা প্রদানকৃত প্রতিটি অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখেই সংঘটিত হয়। তথাপি উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনে দুর্বলতা থাকায় আপিল আদালতে অনেক সময় অপরাধী	৪.১। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রমের ভিডিও ধারণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে আপিল আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ৪.২। মোবাইল কোর্টে জব্দকৃত মালামাল সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/দপ্তর-সংস্থাসমূহে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থা;

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	খালাস পেয়ে যায়। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধ সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ ও আলামতের ভিডিও চিত্র ধারণ এবং আপিল আদালতে উপস্থাপন করা সম্ভব হলে অপরাধ প্রমাণ করা সহজ হবে। কমিটি অপরাধ সংঘটন/উদঘাটন, স্বীকারোক্তি ও দণ্ডদানের ভিডিও ধারণ ও সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে আপিল আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করার সুপারিশ করেছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জব্দকৃত যানবাহন/মালামাল যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থার ঘাটতি থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়।	অথবা সুবিধাজনক জায়গায় স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। ৪.৩। বিআরটিএ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টে জব্দকৃত যানবাহন সংরক্ষণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যানবাহন স্ক্র্যাপিং নীতিমালার মাধ্যমে মোবাইল কোর্টে জব্দকৃত যানবাহন নিষ্পত্তি/মোবাইল কোর্ট বিধিমালায় প্রয়োজনীয় বিধান অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
৫	**মিডিয়া সেল গঠন:** কমিটি, অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্টের সাফল্য সরকারিভাবে প্রচারের জন্য মোবাইল কোর্টের ভিডিও/ডিজিটাল কনটেন্ট সংরক্ষণ, প্রচারযোগ্য কনটেন্ট নির্বাচন ও প্রচারের জন্য মিডিয়া সেল গঠনের সুপারিশ করেছে।	মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের ভিডিওসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এবং জেলা তথ্য অফিস-কে সম্পৃক্ত করে একটি মিডিয়া সেল গঠন করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
৬	**মোবাইল কোর্ট পরিচালন খাতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দকরণ:** মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য যানবাহন ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ/জ্বালানি, টেস্টিং কিট সরবরাহ, ভ্রাম্যমান ল্যাব নির্মাণ, সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়, ভিডিও ধারণ/সংরক্ষণ/সম্পাদনা, প্রস্তাবিত মিডিয়া সেলের কার্যক্রম, উচ্ছেদ ও অপসারণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার, শ্রমিকের ব্যয়, জব্দকৃত মালামাল সংরক্ষণ/নিরাপত্তা/পরিবহন, ইত্যাদি খাতে বর্তমানে কেনো বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। এতে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটে। কমিটি উল্লিখিত খাতসমূহের ব্যয় নির্বাহে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ এবং স্বতন্ত্র আর্থিক কোড সৃজনের সুপারিশ করেছে। সচিব, অর্থ বিভাগ সুপরিশের সাথে সহমত পোষণ করেন।	জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থার অনুকূলে মোবাইল কোর্টের সহায়ক পরিচালনা ব্যবস্থা, উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের জন্য **মোবাইল কোর্ট পরিচালন খাত** -এ নিয়মিত বরাদ্দ (recurrent expenditure) প্রদান করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র আর্থিক কোড সৃজন করতে হবে।	অর্থ বিভাগ; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্মানির পরিমাণ বৃদ্ধি:** বর্তমানে মোবাইল কোর্টের অভিযানপ্রতি সম্মানির হার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ১,৫০০/-, প্রসিকিউশন কর্মকর্তা ৮০০/-, পেশকার ৬০০/- এবং অফিস সহায়ক ৫০০/-। উৎসে কর কর্তনের পর তা আরও	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্মানির পরিমাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	হ্রাস পায়। কমিটি উক্ত সম্মানির পরিমাণ অপ্রতুল বিবেচনা করে তা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন যে, সম্মানির পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণকে প্রদেয় বিচারিক ভাতার হার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।		
৮	**পূর্ণাঙ্গ ই-কোর্ট সিস্টেম নির্মাণ:** কমিটি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, আদেশ, ফরম, রেজিস্টার ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অফলাইন-সক্ষম পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম নির্মাণ এবং আইনগত স্বীকৃতি প্রদানে বিধিমালায় প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। বাণিজ্যিক/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত অভিযান, অপরাধ ও সাজার তথ্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থার তথ্যের সাথে ইন্টিগ্রেশন করার সুপারিশ করেছে। পর্যাপ্ত ক্লাউড স্টোরেজ থাকার বিষয়ে এবং অর্থদণ্ড আদায়ে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট/ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম প্রবর্তণের সুপারিশ করেছে। সচিব, আইসিটি বিভাগ বলেন যে, এটুআই কর্তৃক নির্মিত ই-কোর্ট সফটওয়্যারটিকে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে সিস্টেমটিতে প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্ট অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।	৮.১। মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট একটি অফলাইন-সক্ষম পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম নির্মাণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে এটুআই কর্তৃক নির্মাণাধীন ই-কোর্ট সফটওয়্যারটির অধিকতর উন্নয়ন সাধন করতে হবে। মোবাইল কোর্ট সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি, ডকুমেন্ট, ভিডিও, প্রাতিষ্ঠানিক ডাটাবেজ, ইলেকট্রনিক পেমেন্ট, ইত্যাদি উক্ত সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ক্লাউড স্টোরেজ থাকতে হবে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ব্যবসায়িক/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ নির্মাণে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময় বা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান উক্ত সিস্টেম ব্যবহার করবে। ৮.২। ই-কোর্ট সিস্টেম-কে আইনগত স্বীকৃতির জন্য বিধিমালায় প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; এটুআই
৯	**চাহিদামাফিক পুলিশ ফোর্স মোতায়েন নিশ্চিতকরণ:** কমিটি প্রত্যেক জেলায় একজন এসআই বা এএসআই এর নেতৃত্বে ১২-২০ জন পুলিশ সদস্যের একটি টিমকে 'ডেডিকেটেড মোবাইল কোর্ট ফোর্স' হিসেবে দায়িত্ব প্রদান এবং পুলিশের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন আনসারকেও উক্ত ফোর্সে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে। চ্যালেঞ্জিং অভিযানগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মতামত প্রদান করেন যে, চাহিদামাফিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে আইন-শৃংখলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তার জন্য আইনের ধারা ১২(১) এর বিধান অনুসারে, পুলিশ বাহিনী এবং অন্যান্য আইন-শৃংখলা বাহিনীকে যথাসময়ে ফোর্স প্রেরণসহ মোবাইল কোর্টের চাহিদামাফিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০	**বিজ্ঞ পিপি/এপিপিগণকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান:** মোবাইল কোর্টে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরূদ্ধে দায়েরকৃত আপিল মামলায় সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ পিপি/অতিরিক্ত পিপি/এপিপিগণকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদানের জন্য কমিটি সুপারিশ করে। এ বিষয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করেন।	মোবাইল কোর্ট সম্পর্কিত আপিল মামলায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিজ্ঞ পিপির সাথে পরামর্শক্রমে বিজ্ঞ পিপি/অতিরিক্ত পিপি/এপিপিগণ এর মধ্য থেকে সুনির্দিষ্টভাবে কোর্ট-ভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করবেন। এ বিষয় আইন ও বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।	আইন ও বিচার বিভাগ; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
১১	**মোবাইল কোর্ট সহকারীর পদ সৃজন:** মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমে সহায়তার জন্য মোবাইল কোর্ট সহকারীর (পেশকার) স্থায়ী কেনো পদ না থাকায়, কমিটি মোবাইল কোর্ট সহকারীর স্থায়ী পদ সৃজন ও জনবল নিয়োগের সুপারিশ করেছে। মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন যে, নতুন জনবল নিয়োগের সাথে ব্যয়ের বিষয় জড়িত থাকায় এই মুহূর্তে নতুন জনবল নিয়োগ না করে, বিদ্যমান অফিস স্টাফদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একমত পোষণ করেন। সভাপতি যত দ্রুত সম্ভব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।	জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং দপ্তর-সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে থেকে মোবাইল কোর্ট সহকারী হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; জেলা প্রশাসক (সকল)
১২	**দপ্তর-সংস্থার ম্যাজিস্ট্রেটদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ:** বর্তমানে দপ্তর-সংস্থায় কোন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদায়ন করা হলে, পদায়িত কর্মকর্তা উক্ত সংস্থায় যোগদানের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে ক্ষমতা অর্পণ আদেশ জারি করে থাকে। রুলস অব বিজনেসের বিধানের মধ্যে থেকেই মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা অর্পণ প্রক্রিয়াটি সহজ করার লক্ষ্যে কমিটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে প্রকিয়াটি সহজীকরণের সুপারিশ করে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করেন।	রুলস অফ বিজনেস এর এলোকেশন অফ বিজনেস এ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তালিকায় ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা অর্পণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তালিকায় ক্রিমিনাল জাস্টিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর-সংস্থাসমূহের জন্য কি কি আইনে মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবে এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের সময় একই আদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩	**প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন:** মোবাইল কোর্ট বিষয়ে মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে আদর্শ প্রশিক্ষণ মডিউল এবং আইন প্রয়োগে গভীর জ্ঞান ও মাঠ প্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট প্রশিক্ষক পুল গঠনের বিষয়ে কমিটি প্রদত্ত সুপারিশের বিষয়ে আলোচনা হয়।	জাতীয়/বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্পর্কিত আদর্শ প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে মোবাইল কোর্ট প্রশিক্ষক পুল গঠন করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৪	**তফসিলভুক্ত সকল আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা নিশ্চিতকরণ:** কমিটি আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে যথাসম্ভব সকল আইনে মোবাইল কোর্ট করা এবং সংস্থাসমূহকে অধিকতর সক্রিয় করার জন্য আইনভিত্তিক বা দপ্তর-সংস্থাভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থা চালু করা এবং মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার প্রসিকিউশন অফিসারের শূণ্যতা পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। ভোক্তা অধিকার আইনে জেলা প্রশাসক-কে মহাপরিচালকের এখতিয়ার প্রয়োগে অধিকতর সক্রিয় হওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন যে, মোবাইল কোর্টে প্রসিকিউশন বাধ্যতামূলক নয়, বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তফসিলভুক্ত সকল আইনে মোবাইল কোর্ট নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন।	১৪.১। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তফসিলভুক্ত সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। ১৪.২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তফসিলভুক্ত আইন প্রয়োগ/বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-সংস্থা নির্ধারণ করে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করবে। ১৪.৩। জেলা প্রশাসকগণ ভোক্তা অধিকার আইনে প্রদত্ত মহাপরিচালকের এখতিয়ার প্রয়োগে অধিকতর সক্রিয় এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর-সংস্থা; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
১৫	**আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ:** কমিটি জেলা পর্যায়ে মাসিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয় জোরদার করার সুপারিশ করেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে মাসিক 'জেলা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসি এবং মোবাইল কোর্ট সমন্বয় সভা' এবং জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে ত্রৈমাসিক সভার সুপারিশ করেছে। এছাড়া মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের সুবিধার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পৃথক শাখা সৃজনের সুপারিশ করেছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত	১৫.১। জেলা পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে মাসিক ভিত্তিতে 'জেলা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসি সমন্বয় সভা' অনুষ্ঠান করে, মোবাইল কোর্টসহ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারি আদালত সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে হবে। ১৫.২। জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন করে জেলা প্রশাসন এবং দপ্তর-সংস্থা পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে হবে। ১৫.৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিবীক্ষনের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র শাখা সৃজনের বিষয়টি	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	সদস্যগণ সহমত পোষণ করেন।	পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
১৬	**মোবাইল কোর্ট আইন সংক্রান্ত সিভিল আপিল মামলা সম্পর্কিত:** মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নম্বর ৮৪৩৭/২০১১, ১০৪৮২/১১ ও ৪৮৭৯/১২ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাসমূহ একত্রে শুনানি করে আইনের ধারা ৫, ৬(১), ৬(২), ৬(৪), ৭, ৮(১), ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৫ বাতিল ঘোষণা করে ১১/০৫/২০১৭ তারিখে রায় প্রদান করা হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে সিভিল আপিল নং ৪৩-৪৫/২০১৮ দায়ের করা হয়। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় স্থগিত করায় বর্তমানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। মামলাটি বর্তমানে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মাঠ প্রশাসনে এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক বিবেচনায় কমিটি সিভিল আপিল সরকার-পক্ষে জয়লাভের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মোকাবিলা করা এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব-কে আহ্বায়ক করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ/বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কমিটি গঠনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন; একইসাথে মামলা মোকাবিলায় প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন।	১৬.১। সিভিল আপিল নং ৪৩-৪৫/২০১৮ এ সরকার-পক্ষে জয়লাভের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মামলা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব-কে আহ্বায়ক করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। ১৬.২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিভিল আপিল নং ৪৩-৪৫/২০১৮ -এ সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; আইন ও বিচার বিভাগ
১৭	**আইনগত/নীতিগত বিষয়াদি পর্যালোচনা:** ক) মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কতিপয় আইনী শূন্যতা পূরণে এবং কয়েকটি ধারার অসামঞ্জস্য দূরীকরণে ২০১৫ সালে আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; যা সে সময়ের মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধনী আইনের খসড়া ভেটিং-এ প্রেরণ করা হলে, উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকার বিষয় উল্লেখ করে প্রস্তাবটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে	আইনগত এবং নীতিগত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখাকে সদস্য-সচিব করে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটি এক মাসের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়াদি সার্বিক পর্যালোচনা করে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে কোনো	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় আইন সংশোধন করা হবে, অথবা সার্বিক বিবেচনায় নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হবে -এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। কমিটি উল্লিখিত বিষয়াদি বিস্তারিত উল্লেখ করে বিদ্যমান আইনের কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন বা নতুন বিধান প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে, তা পর্যালোচনা করে একটি নতুন আইনের খসড়া এবং যৌক্তিকতাসহ একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করে প্রতিবেদনের সাথে দাখিল করেছে। খ) মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ সালে প্রণীত হলেও অদ্যাবধি কোনো বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় নি। কমিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন মোবাইল কোর্ট বিধিমালা প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে প্রতিবেদনের সাথে দাখিল করেছে এবং যত দ্রুত সম্ভব বিধিমালা জারির সুপারিশ করেছে। গ) কমিটি মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলে শুধুমাত্র দুই বছরের নিম্নের সাজাযোগ্য অপরাধ তফসিলভুক্ত করায় সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। মোবাইল কোর্ট আইন অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে কোনো অপরাধ আমলে নিতে হলে তা আইনের তফসিলে অর্ন্তভুক্ত হতে হবে এবং যে কোন শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হতে হবে। সাধারণভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হওয়ায়, উক্ত মাত্রা পর্যন্ত সাজাযোগ্য অপরাধসমূহ আইনের তফসিলভুক্ত হওয়াতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই বা পূর্বেও ছিল না। কিন্তু ২০১৪ খ্রি. হতে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হতে থাকে। কোনো নতুন আইন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবসমূহ ভেটিং এর সময় শুধুমাত্র দুই বছরের নিম্নের সাজাযোগ্য ধারাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে দুই হতে পাঁচ বছর সাজাযোগ্য অপরাধগুলো বাদ দেয়া হতে থাকে। প্রাক্তন আইনমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতেই অনুরূপ করা হয় বলে জানা যায়। ফলে দুই হতে পাঁচ বছরের সীমার মধ্যের যে সকল অপরাধ পূর্বে আমলে নেয়া সম্ভব ছিল, সেগুলোর বিষয়ে এখতিয়ার বারিত হয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত ও দোষ স্বীকারকৃত অপরাধের সাজা দিতে না পারায়	কর্মকর্তাকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে বা কেনো কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।	

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	জনসমক্ষে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়। কমিটি মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৬(১) এবং ৬(৩) এবং ফৌজদারি কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম কলাম মোতাবেক পাঁচ বছর পর্যন্ত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হওয়ায়, উক্ত মাত্রা পর্যন্ত সাজাযোগ্য অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলভুক্ত হওয়াতে কোনো আইনগত প্রতিবন্ধকতা না থাকায়, পাঁচ বছর পর্যন্ত সাজাযোগ্য অপরাধসমূহ বিবেচনায় তফসিল সংশোধনের সুপারিশ করেছে। একইসাথে জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জনশৃংখলা নিশ্চিতকরণ এবং কিশোর গ্যাং প্রতিরোধসহ জনদুর্ভোগ লাঘবে, যে সকল অপরাধ বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করে তফসিল হালনাগাদ করার সুপারিশ করেছে। বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।		

সভায় অন্য কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৩/১০/২০২৬
তারেক রহমান এম.পি
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৫২০.৯৯.০০০১.২৫.৩৮/১(২৫)

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩ / ১৩ অক্টোবর ২০২৬

বিতরণঃ অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।

৩। উপদেষ্টা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। সিনিয়র সচিব/সচিব, মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)।

৭। অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

৯। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, ঢাকা।

১০। মহাপরিচালক, বিএসটিআই, ঢাকা।

১১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১২। মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৪। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।

১৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

১৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

১৩/১০/২৫

তানভীর আহমেদ
যুগ্মসচিব
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৫২২.২৭.০০০৬.২১.১৫৪

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩
১৩ অক্টোবর ২০২৬

বিষয়: মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকল্পে প্রণীত সুপারিশমালা পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১ম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ।

মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত সুপারিশমালা পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১ম সভা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এঁর সভাপতিত্বে গত ০৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। তাঁর মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ছকে ও ইমেইলে সফট কপি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে গৃহীত বয্বস্থা	মন্তব্য

বাস্তবায়নযোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত না থাকলে শূণ্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

সংযুক্তিঃ কার্যবিবরণী ০১ (এক) প্রস্থ।

১৩-১০-২০২৬
নাজমা সিদ্দিকা বেগম
উপসচিব
ফোন : ২২৬৬৪১০৫৮
ইমেইল : cjme_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।
২। চেয়ারম্যান/মহাপরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা---------, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা।
৩। যুগ্মসচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। যুগ্মসচিব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
আইন বিভাগ, বোর্ড সচিবালয়
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.৬৭৬.০৪.০০৫৫.২০.৫৭০

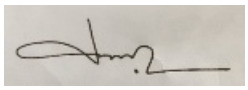
তারিখ: ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / ২২ নভেম্বর ২০২৬

অফিস আদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এর সভাপতিত্বে মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত সুপারিশমালা পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১ম সভা বিগত ০৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ১৪.১ নং সিদ্ধান্ত এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.০০০.৫২২.২৭.০০০৬.২১.১৫৪; তারিখ: ১৩/১০/২০২৬ এর আলোকে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তফসিলভুক্ত সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর কে মনোনীত করা হলো।

০২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের স্বার্থে যে জেলা/উপজেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদিত হবে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত মোবাইল কোর্টকে সহযোগিতা করবেন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি/তথ্যাদি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে যথাসময়ে অবহিত করবেন।

০৩। এ আদেশ মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে জারী করা হলো।



২২-১১-২০২৬
বদরুল আলম
উপপরিচালক (আইন বিষয়ক) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ০২২২২২৩০০৫৫
ইমেইল : dd.legal.bwdb@gmail.com

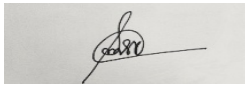
নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.৬৭৬.০৪.০০৫৫.২০.৫৭০/১ (১৩)

তারিখ: ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / ২২ নভেম্বর ২০২৬

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান প্রকৌশলী (সকল)।
২। নিয়ন্ত্রক, নিয়ন্ত্রক (অহিনি) এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৩। প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৪। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)।
৬। পরিচালক (সকল)।
৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। অফিস আদেশটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৮। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)।
৯। সহকারী সচিব, আইন শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
১০। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১১। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১২। স্টেনোগ্রাফার/পিএ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১৩। অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।



২২-১১-২০২৬
এস. এম. সাখাওয়াত রহমান
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (আইন- ১)